www.icb.gov.bd

আইসিবি পরিক্রমা

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী
আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড
অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি পর্যালোচনা
পুঁজিবাজার
মুদ্রাবাজার
পাঠশালা
অভিব্যক্তি

সংখ্যা ০৯ | মার্চ ২০১৬, চৈত্র ১৪২২ | ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH

ICB: The Trend Setter in the Capital Market

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ

পুঁজিবাজার বিষয়ক

- ইক্যুইটি, প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং প্লেসমেন্ট শেয়ার-এর বিপরীতে অগ্রিম/বিনিয়োগ;
- শেয়ার পুনঃক্রয়ের বিপরীতে অগ্রিম;
- ইউনিট সার্টিফিকেট, মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট, এএমসিএল ইউনিট এবং বাংলাদেশ ফান্ড ইউনিট সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম;
- মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম;
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- ইস্যু ম্যানেজমেন্ট;
- আন্ডাররাইটিং;
- ব্রোকারেজ সেবাসমূহ;
- ডিপি (ফুল সার্ভিস) সেবাসমূহ;
- মার্জার এবং এক্যুইজিশন;
- ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান;
- পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা;
- প্রেফারেন্স শেয়ার বিনিয়োগ;
- স্টক মার্কেট লেনদেন;
- ডিবেঞ্চার ফাইন্যান্সিং;
- লিজ ফাইন্যান্সিং;
- ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং।

মুদ্রাবাজার বিষয়ক

- সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড, জিরো কুপন বন্ড, টার্ম ডিপোজিট রিসিট;
- ব্যাংক গ্যারান্টি;
- কর্পোরেট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস।

সরকারের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন

- ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনরশিপ ফান্ড;
- রাষ্ট্র মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অফলোডিং;
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম।

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি

প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

উপদেষ্টামণ্ডলী

মুহাম্মদ আলকামা সিদ্দিকী
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ শফিকুল ইসলাম
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

এস, এম, মনিরুজ্জামান
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মনজুর আহমদ
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

প্রদীপ কুমার দত্ত
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সৈয়দ আবদুল হামিদ
পরিচালক , আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আবদুস সালাম
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মিজ্ শামীম আখতার
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

নাসির উদ্দিন আহম্মদ
মহাব্যবস্থাপক

শুক্লা দাশ
উপ-মহাব্যবস্থাপক

মোঃ শরিকুল আনাম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

প্রকাশনায়
প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
আইসিবি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ১০০০
ওয়েবসাইট : www.icb.gov.bd ই-মেইল : info@icb.gov.bd, icb@agni.com

সূ | চি

সম্পাদকীয় ৩

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ৪-৬

জানুয়ারি' ১৬-মার্চ'১৬ প্রান্তিকে নারীদের উল্লেখযোগ্য অর্জন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ৭-১১

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পুষ্পস্তবক অর্পণ

মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে অমর একুশের ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

আইসিবির বার্ষিক মিলাদ মাহফিল

তৃতীয় আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভা

চতুর্থ আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভা

পঞ্চম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভা

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম

আইসিবি শেয়ারের বাজারদর (ডিএসই)

আইসিবি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের সুদের হার

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয় মূল্য

আইসিবি পরিচালিত মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের নিট সম্পদমূল্য ও বাজারমূল্য

পুঁজিবাজারের দৃঢ়তা ও আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড

অবসর গ্রহণ ১২

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি পর্যালোচনা ১২

পুঁজিবাজার ১৩-১৬

এক নজরে বাংলাদেশের শেয়ারবাজার: জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬

বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি

লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি

সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি

সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি

তালিকাভুক্ত কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ

বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

ডিএসই মোবাইল অ্যাপ এর শুভ উদ্বোধন

পুঁজিবাজার আধুনিকায়নে ডিএসই ট্রেক হোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা

মুদ্রাবাজার ১৭

পাঠশালা ১৭-১৮

Introduction to Economics – Part 2

অভিব্যক্তি ১৮-২১

পণ্য প্রসঙ্গে

আত্মবিশ্লেষণ

Sovereign Wealth Funds

ইয়াংস্টারস্ ২১

...Contentment

সম্পাদকীয়

আধুনিক সভ্যতার বিকাশে নারী-পুরুষের অবদান সমভাবে অনস্বীকার্য। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকেই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় নারীসমাজ অনবদ্যভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে। মূলত আদর্শ পরিবার ও আদর্শ সমাজ গঠনের কেন্দ্রবিন্দুই নারী, যা পক্ষান্তরে যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক ভিত্তিকে মজবুত ও সুদৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করে। বিশ্বের যে সব দেশ নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দিয়েছে সে সব দেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করছে।

মানব সম্পদ হিসেবে নারীর ভূমিকা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। দেশের স্বাধীনতা লাভের পর আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে এ দেশের নারীসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে শুরু করে শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, সেবা সর্বস্তরে এদেশের নারীসমাজ অত্যন্ত সফলভাবে অবদান রেখে চলেছেন। বিগত প্রায় তিনদশক যাবৎ বাংলাদেশ নারী নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে, আলোচ্য সময়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে দেশ প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। আশির দশকের শেষভাগে জিডিপির হার ও মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২৫৬ মার্কিন ডলার যা ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে যথাক্রমে ১৯৫.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ১৩১৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। অনুন্নয়নশীল হতে দেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হতে যাচ্ছে।

দেশের অর্থনীতিতে পোষাক শিল্পের অবদান উল্লেখযোগ্য, এ শিল্পের সাথে জড়িত কর্মীর ৮০ ভাগই নারী। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম খাত পোশাক, হিমায়িত চিংড়ি, চা, চামড়া, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য তৈরিতে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ শ্রমের মাধ্যমে পুঁজিগঠন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের অনধিক ১০% নারী কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক পেশায় নিয়োজিত থাকলেও যথাযথ পারিবারিক ও সামাজিক সুযোগের অভাবে মোট নারীর সিংহভাগই এখনও গৃহস্থালী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। যে কোন জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারা ত্বরান্বিতকরণের ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহন জরুরি। এজন্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সর্বক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। তবে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারী শিক্ষার বিষয়টি সর্বাগ্রে নিশ্চিতকরণ জরুরি। আমাদের দেশের অধিকাংশ নারী আর্থিক, সামাজিক, ধর্মীয় নানাবিধ কারণে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। একই কারণে অধিকাংশ নারী শিশু প্রাইমারি শিক্ষা সমাপনীর পূর্বেই ঝরে পড়ে। এই প্রবণতা দূর করতে হবে। কেননা দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত শিক্ষার বাইরে রেখে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। একটি শিক্ষিত জাতিই কেবলমাত্র একটি উন্নত জাতি ও দেশ গঠনের প্রধান ও একমাত্র নিয়ামক হিসেবে বিবেচ্য বিধায় জাতীয় উন্নয়নে নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সেই অনুযায়ী শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন ও গণসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

আশার কথা, বর্তমান সরকার নারী শিক্ষা বিস্তার ও নারীর ক্ষমতায়নের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে হাতে-কলমে শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ়করণ ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে নারীর উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি মানবিক, বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের উপর নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, সরকারি, বেসরকারি ও সামাজিক পর্যায়ে নারীদের সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হারে নারীর অংশগ্রহণ এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর ব্যাপক উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একটি টেকসই অর্থনীতি ও আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ নারীর কর্মদক্ষতাকে অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়নের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

জানুয়ারি' ১৬ - মার্চ' ১৬ প্রান্তিকে নারীদের উল্লেখযোগ্য অর্জন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ম্যাগাজিন ''ফোর্বস ম্যাগাজিন'' এর ২০১৬ সালের জরিপ মোতাবেক বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের ১০০ জন ক্ষমতাধর নারীর মধ্যে ৩৬তম ক্ষমতাধর নারীর সম্মান অর্জন করেছেন। গত ২০১৫ সালের জরিপ অনুযায়ী তিনি ৫৯তম অবস্থানে ছিলেন। শেখ হাসিনার এ অর্জন বাংলাদেশে নারীর উত্তরোত্তর ক্ষমতায়ন ও অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক যা বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান ও মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ম্যাগাজিন ''ফোর্বস ম্যাগাজিন'' এর জরিপ মোতাবেক বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের ১০০ জন ক্ষমতাধর নারীর মধ্যে ৩৬তম ক্ষমতাধর নারীর সম্মান অর্জন করেছেন

দ্বাদশ সাউথ এশিয়ান গেমস-২০১৬ এ বাংলাদেশকে আলোকিত করেছেন দুই স্বর্ণজয়ী নারী

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে পুরুষদের পাশাপাশি নারী ক্রীড়াবিদদের অবদান এখন আর কোন অংশেই কম নয়। ভারতে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সাউথ এশিয়ান গেমস-২০১৬ যার উজ্জ্বল উদাহরণ। গেমসে চারটি স্বর্ণপদকের মধ্যে তিনটিই এসেছে নারীদের হাত ধরে। ভারোত্তোলনে মাবিয়া আক্তার সীমান্ত ও সাঁতারে জলকন্যা মাহফুজা খাতুন শিলা - স্বর্ণজয়ী এই দুই কন্যার হাত ধরেই ইতিহাসে নাম লেখায় বাংলাদেশ। এস এ গেমসে এবারই প্রথম অন্তর্ভুক্ত হওয়া ভারোত্তোলনে স্বর্ণপদক পেয়েছেন সীমান্ত। মেয়েদের ৬৩ কেজি ওজন শ্রেণিতে স্ন্যাচে ৬৭ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ৮২ কেজি সহ মোট ১৪৪ কেজি ভারোত্তোলন করে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তিনি। আর গেমসে ১ মিনিট ১৭.৮৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে প্রথম সোনা এবং ৩৪.৮৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে ৫০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে দ্বিতীয় সোনা জয় করেন শিলা।

১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে স্বর্ণজয়ী মাহফুজা খাতুন শিলাই এবার স্বর্ণ জিতেছেন রেকর্ড গড়ে ৫০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে। —ছবি ফেসবুক

এস এ গেমস-২০১৬ এ বাংলাদেশের মেয়ে মাহফুজা খাতুন শীলা ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে স্বর্ণ জিতেছেন এবং এবং রেকর্ড গড়ে জিতেছেন ৫০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক।

এস এ গেমস-২০১৬ এ বাংলাদেশের প্রথম স্বর্ণজয়ী নারী মাবিয়া আক্তার সীমান্ত

পুলিশ সপ্তাহের প্যারেডে নতুন মাইলফলক

পুলিশ সপ্তাহের প্যারেডে এবার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এবারই প্রথম নারী পুলিশ কর্মকর্তা চাঁদপুর জেলার পুলিশ সুপার শামসুন্নাহার অধিনায়ক হিসেবে প্যারেডে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত প্যারেডে অংশ নিয়েছেন সহস্রাধিক পুলিশ সদস্য। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হল। জেন্ডার সমতা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়নে এটি নতুন মাইলফলক হয়ে থাকবে।

পুলিশ সপ্তাহের প্যারেডে প্রথম নারী অধিনায়ক হিসেবে পুলিশ প্যারেডে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন চাঁদপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) শামসুন্নাহার।

প্রথমবারের মত পুলিশ সপ্তাহে প্যারেড পরিদর্শনের গাড়ি চালান নারী পুলিশ সদস্য

পুলিশ সপ্তাহ-২০১৬ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সফলভাবে প্যারেড পরিদর্শন গাড়ী চালান নারী পুলিশ কনস্টেবল মিতা রানী বিশ্বাস। মিতা এখন ইতিহাসের অংশ। গোটা পুলিশ বাহিনীর গর্ব এখন মিতা বিশ্বাস। বাংলাদেশের নারীর যোগ্যতা ও সক্ষমতার অগ্রযাত্রা এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতির এটি একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

প্রথম নারী হিসেবে পুলিশ সপ্তাহে পুলিশ প্যারেড পরিদর্শনের গাড়ি চালনা করেন নারী পুলিশ (কনস্টেবল) মিতা বিশ্বাস।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

লক্ষ্য-৪ঃ শিক্ষার মানোন্নয়ন

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ এসডিজিতে শিক্ষার মানোন্নয়নকে অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। উন্নত বিশ্বের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি। বিশেষ করে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশের নারীরা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের মানুষ উচ্চ শিক্ষার জন্য উন্নত দেশগুলোতে পাড়ি জমায়; যাদের একটি বিরাট অংশ আর দেশে ফিরে না। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো সামনে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ বিবেচনাযোগ্য:

- শিক্ষার সার্বজনীন গুণগতমান বজায় রেখে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ছেলেমেয়েদের জাতীয়ভাবে অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- শিশুদের জ্ঞানের মৌলিক ভিত্তি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা যেতে পারে।
- উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উন্নত গবেষণাগার স্থাপন করা যেতে পারে।
- শিশুদের শৈশবকালীন উন্নয়ন ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি শক্তিশালী করতে হবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জেন্ডার বৈষম্য দূর করে ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি উপজাতি, প্রতিবন্ধীসহ সকল অনগ্রসর গোষ্ঠীর শিক্ষা প্রাপ্তির সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।
- উন্নত দেশের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি আমদানি করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রে উক্ত প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষকদের বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান আহরণ ছাড়াও সকল শিক্ষার্থীর জীবনযাত্রার মান, মানবাধিকার, জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক শান্তি ও সংস্কৃতি বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

লক্ষ্য-৫ঃ জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

যে কোন দেশের টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে বিবেচ্য। উন্নয়নশীল দেশসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ দেশ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জন করেছে। তবে পৃথিবীর সর্বত্র এ চিত্র সমানভাবে পরিলক্ষিত হয় না। যেমন- উত্তর আফ্রিকায় অকৃষিকাজে প্রতি ৫ জনের ১ জনেরও কম নারী। কৃষিকাজের বাইরে অন্যান্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এ অনুপাত ১৯৯০ সালে ছিল ৩০ শতাংশ যা ২০১৫ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ শতাংশে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী ফলে সেখানে নারীর উন্নয়ন ব্যতীত সামগ্রিক উন্নয়ন অসম্ভব। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য

পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালতসহ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এখনো নারীরা বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজনঃ

- ⇨ সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ⇨ নারীদের পতিতাবৃত্তিসহ অন্যান্য অসামাজিক ও মানহানিকর কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নারী পাচার রোধ করতে হবে।
- ⇨ বাল্যবিবাহ ও অল্প বয়সে মেয়েদের গর্ভবতী হওয়ার কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ বন্ধ করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- ⇨ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সমান অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।
- ⇨ নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হবে।
- ⇨ সকল পর্যায়ে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ⇨ জাতীয় ও প্রচলিত আইনের আওতায় নারীর সম্পত্তির মালিকানার নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- ⇨ সকল সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- ⇨ সরকারি সেবা, অবকাঠামো এবং সামাজিক সুরক্ষার নীতিমালা পরিপালনসহ পরিবারের সকল কাজের দায়িত্ব নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে এবং গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।
- ⇨ অনগ্রসর নারী ও মেয়েদের জন্য প্রয়োজনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুযোগের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

লক্ষ্য-৬ঃ বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন

সবার জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন-এর টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু সংক্রান্ত নানা সমস্যার এ ক্রান্তিলগ্নে টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্বারোপ করা আবশ্যক। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে মানুষ ক্রমবর্ধমান হারে গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। এতে একদিকে শিল্প কারখানার বর্জ্য বিশুদ্ধ পানির উৎসসমূহকে সংকুচিত করছে আর অপরদিকে ক্রমবর্ধমান নগরায়ন মানুষের মাঝে বিশুদ্ধ পানির চাহিদা বাড়িয়ে তোলার পাশাপাশি সঠিক ও পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনাকে অতীব প্রয়োজনীয় করে তুলছে। দূষণ রোধসহ বিপদজনক কেমিক্যাল ও বর্জ্য মুক্ত করে বিশ্বব্যাপী রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে ও পুনঃব্যবহারের দ্বারা পানির গুণগত মান উন্নত না করতে পারলে টেকসই উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়বে। যদিও ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে নিরাপদ পানি পানকারীর অনুপাত ৭৬ শতাংশ থেকে ৯১ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে তথাপি বর্তমান বিশ্বে প্রায় ১.৮ মিলিয়ন মানুষ পানি পানে দূষিত উৎস ব্যবহার করে এবং ২.৪ মিলিয়ন মানুষ এখনো স্যানিটেশন ব্যবস্থার বাইরে। প্রতিদিন প্রায় ১০০০ শিশু দূষিত পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত ডায়রিয়ায় মারা যায়। তাছাড়া আমাদের দেশে বিশেষত ঢাকা শহরে বিশুদ্ধ পানির অভাবের চিত্র পত্রিকার পাতা উল্টালেই পাওয়া যায়। ঢাকা শহরের বাসিন্দারা যে সাপ্লাইয়ের পানি ব্যবহার করে তাতে প্রায়ই পোকামাকড়সহ নানা জীবাণুর উপস্থিতির দৃশ্যমান প্রমাণ মেলে। সর্বোপরি সবার জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন এর টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্বারোপ করা জরুরিঃ

১. পানির সাথে সম্পর্কিত বাস্তুতন্ত্র যেমন- পাহাড়, বন, অরণ্য, জলাভূমি, নদী এবং হ্রদ রক্ষায় সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে।

২. গ্রাম এবং শহর সর্বত্র সবার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ পানি প্রদানের সার্বজনীন ও যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৩. স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় সরকার, বিভিন্ন এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পাশাপাশি স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ জোরদার করতে হবে।

৪. পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সকল পর্যায়ে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. দূষণরোধ, ডাম্পিং দূর করে বিশ্বব্যাপী রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে ও পুনঃব্যবহারের দ্বারা পানির গুণগত মান উন্নয়ন করতে হবে।

৬. পানি সংরক্ষণ, পরিশোধন, রিসাইক্লিং এবং পুনঃব্যবহারসহ পানি এবং স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম ও কর্মসূচিতে উন্নয়নশীল দেশসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

লক্ষ্য-৭ঃ সাশ্রয়ী ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি

জ্বালানি সংকট বিশ্বজুড়ে এক মূর্তমান আতঙ্কের নাম। শিল্পায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে জ্বালানির চাহিদা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানির চাহিদা পূরণকল্পে মানুষ বনজঙ্গল উজাড় করছে যা টেকসই উন্নয়নের পরিপন্থী। সারা বিশ্বে প্রায় ৩ বিলিয়ন মানুষ রান্না ও উষ্ণতার জন্য কাঠ, কয়লা বা প্রাণির বর্জ্যের ওপর নির্ভর করে। একই সাথে জীবাশ্ম জ্বালানির অপরিমিত ব্যবহার পরিবেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমনকারী জ্বালানি বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বহুলাংশে দায়ী। তাই পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে বিশ্বকে রক্ষার লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির কোন বিকল্প নেই। এলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিশেষ বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করতে হবেঃ

১. নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিশেষত সৌর বিদ্যুৎ, বায়ু বিদ্যুৎ, জল বিদ্যুৎ ও পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. সহজলভ্য জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. নবায়নযোগ্য শক্তিসহ অন্যান্য শক্তির গবেষণা ও প্রযুক্তি; সৌরশক্তি ব্যবহারকল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন এবং জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে দূষণ হ্রাসকারী প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও দূষণমুক্ত শক্তি উৎপাদনে সক্ষম প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. সকল উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ছোট দ্বীপরাষ্ট্র, স্থলবেষ্টিত দেশগুলোতে আধুনিক ও টেকসই শক্তি সেবা সরবরাহের জন্য অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সাহায্যের জন্য নিজ নিজ দেশের কর্মসূচি সম্প্রসারিত করতে হবে।

আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পুষ্পস্তবক অর্পণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখা-এর ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের ৫৩.০০.০০০.৩১২.১২.০০১.১৬-২৫ নম্বরযুক্ত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক জনাব মো. ইফতিখার-উজ-জামান ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখ বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন কর্পোরেশনের নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ধানমন্ডি, ৩২ এ অবস্থিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় কর্পোরেশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ, আইসিবি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গবন্ধু পরিষদ (আইসিবি ইউনিট) ও আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা

মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক

জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ''স্বাধীনতা পদক-২০১৬'' এর জন্য মনোনীত হওয়ায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত কে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর পক্ষ থেকে গত ০৯ মার্চ ২০১৬ তারিখ বুধবার সচিবালয়ে মন্ত্রীর কক্ষে আইসিবি-র পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে অমর একুশের ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

অমর একুশের ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

মহান স্বাধীনতা দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

আইসিবির বার্ষিক মিলাদ মাহফিল

আইসিবির বার্ষিক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে মোনাজাত করছেন কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

তৃতীয় আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড-কে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত তৃতীয় আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর জারিকৃত বিধিমালা অনুযায়ী মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিমে এ রূপান্তরের বিষয়ে মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের এক বিশেষ সভা ১৬ মার্চ, ২০১৬ তারিখ, রোজ বুধবার, ফারস হোটেল এন্ড রিসোর্টস, ২১২, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০ এ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক ও ট্রাস্টি কমিটির চেয়ারম্যান জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মদ।

ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভায় কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপকগ

আইসিবির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আফজালুল বাসার প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আবুল হোসেন ও মহাব্যবস্থাপক জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত শতভাগ ইউনিট মালিকগণ স্কিমটিকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম রূপান্তরের পক্ষে প্রস্তাব সমর্থন করেন। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক আইসিবির প্রতি ইউনিট মালিকগণের অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস বিশেষত আলোচ্য ফান্ডের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

চতুর্থ আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড-কে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত চতুর্থ আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর জারিকৃত বিধিমালা অনুযায়ী মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের বিষয়ে মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের এক বিশেষ সভা ১৩ মার্চ, ২০১৬ তারিখ, রোজ রবিবার, ফারস হোটেল এন্ড রিসোর্টস, ২১২, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০ এ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান।

ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভায় কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপকগণ

আইসিবির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আফজালুল বাসার প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক ও ট্রাস্টি কমিটির চেয়ারম্যান জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মদ, মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আবুল হোসেন ও মহাব্যবস্থাপক জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত শতভাগ ইউনিট মালিকগণ স্কিমটিকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিমে রূপান্তরের পক্ষে প্রস্তাব সমর্থন করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আইসিবির প্রতি ইউনিট মালিকগণের অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস বিশেষত আলোচ্য ফান্ডের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পঞ্চম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড-কে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত

ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভায় কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপকগণ

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত পঞ্চম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর জারিকৃত বিধিমালা অনুযায়ী মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের বিষয়ে মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের এক বিশেষ সভা ০৯ মার্চ, ২০১৬ তারিখ, রোজ রবিবার, ফারস হোটেল এন্ড রিসোর্টস, ২১২, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০ এ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান।

প্রধান অতিথি হিসেবে আইসিবি-র পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে ট্রাস্টি কমিটির চেয়ারম্যান জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মদ এবং আইসিবির মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আবুল হোসেন ও মহাব্যবস্থাপক জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত শতভাগ ইউনিট মালিকগণ স্কিমটিকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিমে রূপান্তরের পক্ষে প্রস্তাব সমর্থন করেন। চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আইসিবির প্রতি ইউনিট মালিকগণের অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস বিশেষত আলোচ্য ফান্ডের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

মেধা, প্রজ্ঞা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ কর্মীবাহিনী গঠন করা আইসিবির উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইসিবি বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনানুযায়ী নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিভিন্ন মেয়াদে দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- NAPD, BIBM, BICM, BIM, Rapport Bangladesh Ltd. এবং ICB এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শিরোনামসহ নিচে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ফ্রেমবন্দি কিছু স্মৃতি ঃ

ACR Evaluation Significance and procudure

Workshop on Venture Capital as an Alternative Investment Fund

Workshop on Venture Capital as an Alternative Investment Fund

Workshop on Development of Creativity and Inovation

Functions of ICB

Laws, Rules and Regulation Relating to ICB

ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম

পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা স্কিম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ০৪ জুলাই ২০১৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল নামে ৯০০ কোটি টাকার একটি পৃথক তহবিল গঠন করা হয়েছে। আলোচ্য তহবিলের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আইসিবিকে প্রদান করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বিশেষ তহবিল ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে শুধু প্রণোদনা প্যাকেজ প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ অথবা নতুন ঋণ বিতরণ অথবা উভয়ের উদ্দেশ্যে মার্চেন্ট ব্যাংক ও স্টক ব্রোকারের মধ্যে আইসিবি উক্ত তহবিল হতে ঋণ বিতরণ করে। ৩১ মার্চ ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউস হতে গৃহীত আবেদন, ঋণ মঞ্জুরি এবং বিতরণের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

	আবেদন		মঞ্জুরি		বিতরণ		আদায়	
	সংখ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকায়)
মার্চেন্ট ব্যাংক	২৩	৪৬৩.১০	২২	৪৬০.৬৭	১৮	৪২৩.৬৬	১৮	২৫৭.১০
ব্রোকারেজ হাউস	২৫	২৮০.০৭	২১	২২২.৫১	১৬	২১৩.৭৪	১৫	৯৭.২৭
মোট	৪৮	৭৪৩.১৭	৪৩	৬৮৩.১৮	৩৪	৬৩৭.৪০	৩৩	৩৫৪.৩৭

আইসিবি শেয়ারের বাজারদর (ডিএসই): জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৬

	প্রারম্ভিক	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	(টাকায়) সমাপনী
জানুয়ারি	১০৮	১০৮	১০৪.২	১০০.৭
ফেব্রুয়ারি	১০২.৯	১০৭.৯	১০১.৫	১০২.৭
মার্চ	১০২	১০৩.৯	১০০	৯৯.৯

আইসিবি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের সুদের হার

ঋণ ও অগ্রিমের ধরন	পরিবর্তিত সুদের হার (%) (কার্যকর হওয়ার তারিখ ০১ এপ্রিল ২০১৬)
বিনিয়োগ হিসাবে প্রদত্ত ঋণ (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে)	১২.০০
ব্রিজিং লোন, ডিবেঞ্চার ক্রয়, অগ্রাধিকার শেয়ার, লিজ অর্থায়ন এবং কনজ্যুমার ক্রেডিট স্কিম	১৩.৫০
আইসিবি ইউনিট/এএমসিএল ইউনিট/ আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম	১২.৫০

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য

ফান্ডের নাম	শুরু হওয়ার তারিখ	অভিহিত মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	পুনঃক্রয়মূল্য (টাকা)	কার্যকর হওয়ার তারিখ
আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১০ এপ্রিল ১৯৮১	১০০.০০	-	২৪৬.০০	২০ মার্চ ২০১৬
আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড	২১ জুন ২০০৩	১০০.০০	২৩৫.০০	২৩০.০০	০২ আগষ্ট ২০১৫
আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস্ ইউনিট ফান্ড	১৮ অক্টোবর ২০০৪	১০০.০০	১৮৫.০০	১৮০.০০	০২ আগষ্ট ২০১৫
বাংলাদেশ ফান্ড	১০ অক্টোবর ২০১১	১০০.০০	১০৩.০০	১০০.০০	০২ আগষ্ট ২০১৫
আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	১০.০০	১০.৩০	১০.০০	০২ আগষ্ট ২০১৫
আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড	১৭ মে ২০১৫	১০.০০	১০.৩০	১০.০০	০২ আগষ্ট ২০১৫

আইসিবি পরিচালিত মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের নিট সম্পদমূল্য ও বাজারমূল্য

আইসিবি পরিচালিত ৩টি মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড-এর নিট সম্পদ মূল্য নিম্নরূপ:

ফান্ডের নাম	ফান্ড সাইজ (কোটি টাকা)	শুরু হওয়ার তারিখ	শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (টাকা) (২২ মার্চ ২০১৬) বাজারমূল্যে	ক্রয়মূল্যে	বাজারদর (টাকা) (৩১ মার্চ ২০১৬)
৬ষ্ঠ আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৫.০০	১৬ মে ১৯৮৮	৪৭.৯৬	২৯.২৮	৬২.২
৭ম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৩.০০	৩০ জুন ১৯৯৫	৯৪.৪২	৪৫.৭৩	১১১.৯
৮ম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৫.০০	২৩ জুলাই ১৯৯৬	৫৭.১৯	৩৭.৩৩	৭১.২

পুঁজিবাজারের দৃঢ়তা ও আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড

মিউচ্যুয়াল ফান্ড হলো এমন একটি ট্রাস্ট যেখানে অভিন্ন আর্থিক উদ্দেশ্যে বিনিয়োগকারীদের সঞ্চিত অর্থ একত্রিত করে বহুমুখী (Diversified) পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ করা হয়। মিউচ্যুয়াল ফান্ড হল এমন একটি ব্যবস্থা যাতে বিনিয়োগকারীদের ইউনিট বরাদ্দ করে তাঁদের পুঁজি একত্র করা হয় এবং প্রস্তাবপত্রে ঘোষিত নীতি অনুযায়ী সেই তহবিল ঋণপত্র বা শেয়ারে খাটানো হয়। শেয়ার বা ঋণপত্রের বিনিয়োগ বিভিন্ন শিল্প ও তার বিভাগ জুড়ে ছড়িয়ে করা হয় যাতে ঝুঁকি কম হয়। লাভ বা ক্ষতি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের অনুপাতে ভাগ করে নেন। কাঠামোগতভাবে মিউচ্যুয়াল ফান্ড দুই ধরনের ঃ মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড (ফান্ডের আকার ও সীমা নির্ধারিত) ও বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড (ফান্ডের আকার ও সীমা নির্ধারিত নয়)।

একটি দেশের শক্তিশালী পুঁজিবাজার গঠনের ক্ষেত্রে মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ভূমিকা অপরিসীম। মিউচ্যুয়াল ফান্ড দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পুঁজি আহরণের ক্ষেত্র বিস্তারের মাধ্যমে শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে। মিউচ্যুয়াল ফান্ড আকর্ষণীয় বিনিয়োগ মাধ্যম হিসেবে দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধিসহ দেশের পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা আনয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সেই ১৯৮০ সালে, যখন বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে সিকিউরিটিজের সরবরাহ এবং চাহিদার ঘাটতি, দক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর স্বল্পতা ও পেশাদার সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানির অভাবের কারণে বাজার পরিস্থিতি প্রায় সময় অস্থিতিশীল হয়ে উঠতো, এমনই এক ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে দ্রুত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আইসিবি প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড প্রবর্তনে পথিকৃৎ এর ভূমিকা পালন করে। আইসিবি ১৯৮০ সালের ২৫ এপ্রিল তারিখে ০.৫০ কোটি টাকা মূলধন সংবলিত দেশের সর্বপ্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড ''১ম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড'' বাজারজাত করে। এর পর থেকে বছর পরিক্রমায় আইসিবি তার নিজস্ব পরিচালনায় ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ১৭.৭৫ কোটি টাকার ০৮টি মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারজাত করে এবং আইসিবির মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহ সফলতার সাথে পুঁজিবাজারে সিকিউরিটিজের সরবরাহ এবং চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজারের স্থিতিশীলতা ও টেকসই উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

সর্বোচ্চ লভ্যাংশ প্রদান এবং দক্ষ পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার ফলে আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহ দ্রুতই বিনিয়োগকারীদের নিকট অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বিনিয়োগ মাধ্যম হিসেবে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। উলেখ্য যে, গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ১০০০ শতাংশ লভ্যাংশ প্রদান করেছে, যা মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড খাতে এ যাবৎ কালের সর্বোচ্চ লভ্যাংশ। বর্তমানে আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহ ইউনিট মালিকদের নিকট আশার প্রদীপসম কারণ ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আইসিবির মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহে বিনিয়োগকৃত বেশিরভাগ বিনিয়োগকারীর বয়স এখন ষাটোর্ধ আর প্রতিবছর ঘোষিত আকর্ষণীয় ও সন্তোষজনক লভ্যাংশ এই ষাটোর্ধ ইউনিট মালিকদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আরো উল্লেখ্য যে, আইসিবির মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের ন্যায় আকর্ষণীয় মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারে না থাকায় আইসিবির মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগকৃত বেশিরভাগ বিনিয়োগকারীর সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল আইসিবির পরিচালিত মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলোর যেন অবসায়ন না হয়। এমনই এক বিশাল জনমত ও ইউনিট মালিকদের আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ০৮ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে ''সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১'' এর কতিপয় ধারা সংশোধন/সংযোজন করে, যার মধ্যে নতুনভাবে সংযোজিত বিধি ৫০(গ) নিম্নরূপঃ

''স্কিমের রূপান্তর (Conversion of Scheme) - কোন মেয়াদি ফান্ড বা স্কিমের বিশেষ সভায় উপস্থিত অন্যূন তিন-চতুর্থাংশে ইউনিট মালিকগণ স্কিমটির রূপান্তরের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের স্কিম অথবা স্কিমগুলো বে-মেয়াদি স্কিমে রূপান্তরিত হইতে পারে।''

''সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১'' এর ৫০(গ) ধারা অনুসারে আইসিবি ১ম মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি ২য় মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি ৩য় মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি ৪র্থ মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি ৫ম মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং আইসিবি ৬ষ্ঠ মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে যথাক্রমে ১৮ নভেম্বর ২০১৫, ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫, ১৬ মার্চ ২০১৬, ১৩ মার্চ ২০১৬, ০৯ মার্চ ২০১৬ এবং ০৯ মে ২০১৬ তারিখে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিমে রূপান্তর করা হয়েছে। রূপান্তরের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভায় উপস্থিত ইউনিট মালিকদের তিন-চতুর্থাংশের বেশি স্কিমসমূহকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিমে রূপান্তরের পক্ষে প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। যা নিঃসন্দেহে পুঁজিবাজারে আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের অবস্থানকে আরো সমুজ্জল ও দৃঢ় করেছে। উলেখ্য যে, স্কিম রূপান্তরের ক্ষেত্রে আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বর্তমান ইউনিট ধারকগণ নিরীক্ষক কর্তৃক নিরূপিত নিট সম্পদ মূল্য (NAV)- এর ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে রূপান্তরিত বে-মেয়াদি ইউনিট ফান্ডের ইউনিট প্রাপ্য হবেন।

বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ কেবল দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও শিল্পোন্নয়নেই অবদান রাখেনা, বরং শেয়ার মালিকানার ক্ষেত্রকেও বিস্তৃত করে। উন্নত বিশ্বে মিউচ্যুয়াল ফান্ড বিশেষ করে বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড অধিকতর নিরাপদ বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত মোট ১৫টি বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারজাত করা হয়েছে যা চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আইসিবির ৭ম মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ৮ম মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে ''সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১'' এর ৫০(গ) ধারা অনুসারে বে-মেয়াদি স্কিমে রূপান্তর করা যেতে পারে। আলোচ্য আইসিবি পরিচালিত মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি এবং দেশের পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা আনয়নে নিরাপদ বিনিয়োগ মাধ্যম হিসেবে বিনিয়োগকারীগণের নিকট সমাদৃত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

অবসর গ্রহণ

কর্মজীবনের সায়াহ্নে প্রতিবছর আইসিবি থেকে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন। ২০১৫ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর প্রান্তিকে কর্পোরেশন থেকে ১৩.০১.২০১৬ তারিখে জনাব মনোরঞ্জন চাকমা, (উপ-মহাব্যবস্থাপক), ১৫.০৩.২০১৬ তারিখে মিসেস জুবাইদা নাসরিন (উপ-মহাব্যবস্থাপক), ২৫.০১.২০১৬ তারিখে জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান (সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার), ২১.০৩.২০১৬ তারিখে জনাব দিপু লাল দাস (সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার) এবং ২০.০২.২০১৬ তারিখে জনাব মোঃ আব্দুস সাঈদ (ডেসপাচার) অবসর গ্রহণ করেছেন। কর্মজীবনে তারা সততা ও দক্ষতার মাধ্যমে শতভাগ পেশাদারিত্বের সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। দায়িত্ব পালনকালে তারা কর্পোরেশনের প্রতি যে কর্তব্য, নিষ্ঠা ও ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য কর্পোরেশন চিরকৃতজ্ঞ। কর্পোরেশন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সুখী, সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করে। বিদায় অনুষ্ঠানের ফ্রেমবন্দি কিছু স্মৃতি ঃ

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি পর্যালোচনা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মার্চ, ২০১৬ এর সাময়িক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রথমবারের মত জিডিপি এর প্রবৃদ্ধি ৬ এর অঙ্ক ছাড়িয়ে ৭.০৫ প্রাক্কলন করা হয়েছে যা অর্জন সম্ভবপর হলে তা বর্তমান সরকারের জন্য একটি বিরাট সাফল্য হিসেবে পরিগণিত হবে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৯২% বৃদ্ধি পেয়েছে যা সরকারের যথাযথ বাণিজ্য নীতির সার্থকতার পরিচায়ক। এছাড়াও ২০১৬ এর প্রথম ত্রৈমাসিক এর মূখ্য অর্থনৈতিক অর্জন এর মাঝে রয়েছে মূল্যস্ফীতি ও বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস এবং জিডিপি ও টাকার মূল্য বৃদ্ধি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মার্চ, ২০১৬ এর কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স অনুযায়ী বিগত ২০১৪-১৫ এবং চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জাতীয় পর্যায়ে জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক মূল্যস্ফীতি এর তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শিত হল ঃ

(শতকরা হারে)

প্রকারভেদ	২০১৪-১৫ অর্থবছর			২০১৫-১৬ অর্থবছর		
	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
মূল্যস্ফীতি	৬.০৪	৬.১৪	৬.২৭	৬.০৭	৫.৬২	৫.৬৫
খাদ্য মূল্যস্ফীতি	৬.০৭	৬.১১	৬.৩৭	৪.৩৩	৩.৭৭	৩.৮৯
খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি	৬.০১	৬.২০	৬.১২	৮.৭৮	৮.৪৬	৮.৩৬

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মার্চ,২০১৬ এর সাময়িক পরিসংখ্যান অনুযায়ী জিডিপি এর অবস্থান প্রদর্শিত হলঃ

আদর্শ মূল্য	জিডিপি	জিডিপি বৃদ্ধির হার	মাথাপিছু জিডিপি	মাথাপিছু আয়
চলতি মূল্যে	১,৭২,৯৫,৬৬৫ মিলিয়ন টাকা	১৪.১০%	১,০৭,১৭২ টাকা (১,৩৮৪ মার্কিন ডলার)	১,১৪,৫৪৭ টাকা (১,৪৬৬ মার্কিন ডলার)
স্থির মূল্যে	৮৮,৩০,৫৪৪ মিলিয়ন টাকা	৭.০৫%	----------	----------

বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানুয়ারি, ২০১৬ এ ডলার প্রতি টাকার মূল্য ৭৮.৫০ টাকা হতে কমে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তে ৭৮.৪৫ টাকা এবং মার্চ, ২০১৬ তে ৭৮.৪০ টাকায় দাঁড়িয়েছে যা বিশ্ববাজারে টাকার মূল্য ক্রমাগত শক্তিশালী হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

বৈদেশিক রিজার্ভ জানুয়ারি, ২০১৬ এ ২৭,১৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০১৬ এ ২৮,২৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম বৈদেশিক রিজার্ভ ২৮ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়াল। বিগত বছরসমূহে বৈদেশিক রিজার্ভ ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে বর্তমান সরকার ভূয়সী প্রশংসার দাবীদার।

এনবিআর এর জুলাই-জানুয়ারি ২০১৬ অর্থবছরে কর আদায় এর পরিমাণ প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা যা বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৫% বেশি। সরকারের রাজস্ব আদায়ের দক্ষতার কারণে এই অর্জন সম্ভবপর হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ এ মোট টাকার যোগান দাঁড়িয়েছে ৮৪,৫০,৩৬০ মিলিয়ন টাকা যা বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১২ শতাংশ বেশি। এছাড়া ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তে ব্যাংক সুদের স্প্রেড হার ৪.৮৪ এ অবস্থান করছে যা ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তে ছিল ৪.৮১। চলতি হিসাব উদ্বৃত্ত ২.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ অবস্থান করছে, যার পেছনে মূখ্য কারণ সেবা আয় ও রপ্তানি আয়ের বৃদ্ধি। এছাড়াও অর্থবাজারে তারল্য বৃদ্ধির কারণে কলমানি রেট ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ এ ৩.৭৩% হতে মার্চ, ২০১৬ তে ৩.৬৮% এ নেমে এসেছে।

সরকার সাম্প্রতিক বছরসমূহে সরকারি উদ্যোগে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানিতে গুরুত্বারোপ করেছে। ফলশ্রুতিতে রেমিটেন্স এর প্রবাহ জানুয়ারি, ২০১৬ এ ১১৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০১৬ এ ১২৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ দাঁড়িয়েছে। সর্বাধিক রেমিটেন্স এসেছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালেয়শিয়া ও কুয়েত হতে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৯২% বৃদ্ধি পেয়ে ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এ দাঁড়িয়েছে। বিগত ছয় মাসের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, তৈরি পোশাক (ওভেন ও নিট), ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক পণ্য, কাঁচা পাট ও রাসায়নিক পণ্যের রপ্তানি সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি এ বাণিজ্য ঘাটতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি এ ৪০৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হ্রাস পেয়ে ৪,০৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। এক্ষেত্রে উলেখ্য যে, উক্ত সময়কালে রপ্তানির বৃদ্ধি ৭.৮১% এর তুলনায় আমদানির বৃদ্ধি মাত্র ৬.৪৪% হওয়ায় এই বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস সম্ভবপর হয়েছে, যা বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

বাংলাদেশ এর বর্তমান অর্থনীতির গতিশীলতা রক্ষার্থে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার সাথে সাথে বেসরকারি খাতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণ আবশ্যক। সুতরাং এ প্রেক্ষিতে সরকার যদি উন্নয়ন প্রকল্পে বেসরকারি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব অংশগ্রহণ এবং পিপিপি এর আওতায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে পারে তাহলে বাংলাদেশ এর উন্নয়নের গতি আরও বেগবান হবে।

সুত্রঃ 1.www.bb.org.bd
2.www.bbs.gov.bd

পুঁজিবাজার

জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৬ প্রান্তিকের শুরুতে ডিএসই-এর ব্রড ইনডেক্স ছিল ৪৬২৪.০২ যেখানে বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন ছিল যথাক্রমে ৩১৫৮৪৮৫.১১ ও ৩৬৬৪.২৩ মিলিয়ন টাকা। পরবর্তীতে ৩১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে ডিএসই-এর ব্রড ইনডেক্স দাঁড়ায় ৪৩৫৭.৫৪ তে এবং বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩০৩৬৪১৫.৬৩ ও ৪১২৯.৬৪ মিলিয়ন টাকায়। পক্ষান্তরে, প্রান্তিকের শুরুতে সিএসসিএক্স ইনডেক্স ছিল ৮৫৮৪.১৫ যেখানে বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন ছিল যথাক্রমে ২৪৯৬৭৪০ ও ২৩১.১৫ মিলিয়ন টাকা। পরবর্তীতে ৩১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে সিএসসিএক্স ইনডেক্স দাঁড়ায় ৮১৪০.৮৫ তে এবং বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৩৭৩১৯৪ ও ৩৫১.৭৩ মিলিয়ন টাকায়।

এক নজরে বাংলাদেশের শেয়ারবাজার: জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬

	ডিএসই					সিএসই				
তারিখ	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	ডিএসইএক্স ইনডেক্স	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	সিএসসিএক্স ইনডেক্স
০৩-০১-২০১৬	৯৭৩২৩	৯৬০৬৫৩৪০	৩৬৬৪.২৩	৩১৫৮৪৮৫.১১	৪৬২৪.০২	১০৮৩৫	৬৮৪০৮৮৭	২৩১.১৫	২৪৯৬৭৪০	৮৫৮৪.১৫
০৭-০১-২০১৬	১৪৩৬৪২	১৬০০৪০৪২২	৬৪৩৪.২৮	৩১৮৩৭৯৮.৫৪	৪৬৭৬.০৮	১৭১২১	১২২৪১৯৬৬	৩৯৬.৩৯	২৫২২৩৪৬	৮৬৮৫.৩১
১৪-০১-২০১৬	১৭৪০১০	২৪৯৫২৯০২৩	৬৯২৫.৮৪	৩১৯৯২৬৮.৮৫	৪৬৯৪.৯৫	২৫২৬৩	২০৭২৩১৪৫	৫০৩.৩১	২৫৩৬৮৩৬	৮৭৩৭.৮৩
২১-০১-২০১৬	১১৮৭৭৩	১৪৬৪১১০২৭	৪১৮৬.৭৬	৩১৯৩৬৮৭.৫৮	৪৬৫৭.৯৪	১৭২১২	১৩৬৪১০৪৬	৩২১.৯৮	২৫২৭০১০	৮৬৫৪.৩৯
২৮-০১-২০১৬	১০৭৬৩৬	১২৬১০৯৫৫০	৪০৫০.৪৯	৩১৭০৩৬৫.৪৮	৪৫৭৩.৫৯	১৩৫৪২	১৩৯৫৬৭৫৭	২৯৯.০৪	২৫০৮৪০৬	৮৫৬৬.২৮
০৪-০২-২০১৬	৯৪৩৩৪	১০৭০৪৯৫২২	৩৪২৪.৫২	৩১৬৫৮৯৯.৬৫	৪৫৭১.১২	১১৪৭৭	১২৮০৪৮২৮	২৫৯.৩০	২৪৯৫৩৭৮	৮৫৪৯.৮৩
১১-০২-২০১৬	১২০৯৪৭	১১৮৪৯৯৬৬৫	৫০৫৬.৬১	৩১৭৩৯৪১.৩৬	৪৫৮১.৩৫	১৩৫৭৪	৯১১৯৭৪৫	৩১৫.৪০	২৫০৫৯১১	৮৫৯০.১০
১৮-০২-২০১৬	১০৫৬২৮	১০৭১০৮৮১৫	৪৪০৭.৭৪	৩১৮৪৪৩২.৭৮	৪৫৮৭.৬৭	১৩৬০৯	৮৮০৪৩৭৪	৩০০.৯৪	২৫২০৫৫২	৮৬০৯.৮৭
২৫-০২-২০১৬	১০৯২৬২	১৩২৮১৪৩৩৬	৪৫৯৭.৯৪	৩১৬৮৭৩৯.২০	৪৫৬৭.৫৭	১৪১৯০	১২২৬৮০২২	৩৪৬.৩৮	২৫১০৩১৮	৮৫৬৬.৩৩
০৩-০৩-২০১৬	৮১২৪০	৯২৭৪০৯১৭	৩৩৬৯.৬৮	৩১০৩৫৬১.৪১	৪৪৭২.৮৪	৯৫৫৭	৭৪০১৪২২	২২৫.৩৯	২৪৪৩৯৪৭	৮৩৬৯.৩৯
১০-০৩-২০১৬	৯৫২৩৯	১১১৯৬৬৯৯৭	৩৮৩৪.০০	৩১০৭৭২১.৭১	৪৪৮৪.৫৩	১২০৮৯	৯৫০৭৪৩৭	২৬৩.৬৬	২৪৪৭০৬৪	৮৩৮৩.৫২
১৬-০৩-২০১৬	৯৮০২৭	১১১৭১৯১৯৬	৩৭০৭.৪৭	৩০৭৯৮৪১.১৬	৪৪৪৬.২৯	১২৮১০	৯৩৮৭৬৫৪	২৬৭.৭৯	২৪২১১১৩	৮৩২৩.০৬
২৪-০৩-২০১৬	৯৬০১৩	৯৯৪৮৯৩৮৭	৩২৯৭.১৯	৩০৪১৭২২.৬৮	৪৩৭০.৫০	১৩০৮৪	৮০১৯৬৪১	২০৯.৯০	২৩৮৭৫৩৭	৮১৮২.১১
৩১-০৩-২০১৬	১০৪৮০৬	১২৬২২৫১০৪	৪১২৯.৬৪	৩০৩৬৪১৫.৬৩	৪৩৫৭.৫৪	১৩২১৬	১০২৬৬২০৪	৩৫১.৭৩	২৩৭৩১৯৪	৮১৪০.৮৫
দৈনিক গড় (জানুয়ারি-মার্চ ১৬)	১১২,২৩৮.৭৩	১২৯,৩৪০,৩০৪.৮৬	৪,৪৪২.৭১		১৪,৪৮৫.৮৬	১১,১৮১,৭১২.২৫	৩০৯.৭৮			

বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি ৩১ মার্চ, ২০১৬

	ডিএসই			সিএসই		
ক্র. নং	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %
১	গ্রামীণফোন লি.	৩০৬২৪৮.০৪	১২.৩৫	গ্রামীণফোন লি.	৩০৫৯৭৮.০০	১২.৯২
২	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লি.	১৫৬৩৩৩.১৫	৬.৩১	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লি.	১৫৬৪৫৭.৯০	৬.৬১
৩	বিএটিবিসি	১৫৩০১২.০০	৬.১৭	বিএটিবিসি	১৫২৯৯৪.০০	৬.৪৬
৪	লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিমিটেড	৭৭৬৯৫.৮৯	৩.১৩	লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিমিটেড	৭৭৯২৮.২০	৩.২৯
৫	রেনাটা লিমিটেড	৬৫২৪৯.৩৩	২.৬৩	আইসিবি	৬২৯০১.৬০	২.৬৬

লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি ৩১ মার্চ, ২০১৬

	ডিএসই			সিএসই		
ক্র. নং	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার লেনদেনের %	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার লেনদেনের %
১	লংকা বাংলা ফাইন্যান্স	২১১.৬৬	৫.১৩	ড্রাগন সুয়েটার এন্ড স্পিনিং লি.	২৮.৩০	৮.০৫
২	আমান ফিড	১৯১.১৪	৪.৬৩	কেয়া কসমেটিক্স	১০.৬০	৩.০১
৩	ওরিয়ন ইনফিউশন	১৩৬.৮০	৩.৩১	ইউনাইটেড এয়ার ওয়েজ (বিডি) লি.	১০.১০	২.৮৭
৪	কেয়া কসমেটিকস্	১৩০.০৯	৩.১৫	লংকা বাংলা ফাইন্যান্স	০৮.৯০	২.৫৩
৫	কেডিএস এক্সেসরিস লি.	১১৩.৫৪	২.৭৪	আইটি কনসালটেন্স	০৭.০০	১.৯৯

সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি (মিউচ্যুয়াল ফান্ড ব্যতীত) মার্চ, ২০১৬

ক্র. নং	কোম্পানির নাম	প্রকৃত ইপিএস (টাকা)	পি/ই
১	বিএটিবিসি	১০৪.৭০	২৪.৩৬
২	গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন	৬৮.৬৩	২৬.২১
৩	স্টাইলক্রাফট	৬২.৫৭	১৬.০১
৪	বাটা সু	৫১.২২	২২.৮৫
৫	বার্জার পেইন্টস	৪৯.৬৪	৩৮.৪৮

সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি (মিউচ্যুয়াল ফান্ড ব্যতীত) মার্চ, ২০১৬

	ডিএসই			সিএসই		
ক্র. নং	কোম্পানির নাম	পি/ই	ইপিএস (টাকা)	কোম্পানির নাম	পি/ই	ইপিএস (টাকা)
১	ফ্যামিলিটেক্স (বিডি) লি.	৩.৪৬	২.৯৮	ফ্যামিলিটেক্স (বিডি) লি.	৩.৪৬	২.৯৮
২	সাউথইস্ট ব্যাংক লি.	৩.৫১	৪.১৮	সাউথইস্ট ব্যাংক লি.	৩.৫১	৪.১৮
৩	ওয়ান ব্যাংক লি.	৪.৩৬	২.৮২	ওয়ান ব্যাংক লি.	৪.২৪	২.৯০
৪	আইএফআইসি ব্যাংক লি.	৪.৪৫	৪.০৯	আইএফআইসি ব্যাংক লি.	৪.৪০	৪.০৯
৫	ইউসিবিএল	৪.৫৪	৩.৮১	ইউসিবিএল	৪.৫১	৩.৮১

তালিকাভুক্ত কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ

ব্যাংক খাতের কয়েকটি কোম্পানি

কোম্পানির নাম	তালিকা-ভুক্তির বছর	পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)	নিট সম্পদ মূল্য (শেয়ার প্রতি)	প্রকৃত ইপিএস	নিট লাভ (নিরীক্ষিত, মিলিয়ন টাকা)	লভ্যাংশ %		সমাপনী মূল্য (৩১.০৩.১৬)	পি/ই রেশিও
						নগদ	স্টক		
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১৯৮৬	১০৫৪১	২৪.৩৪	৩.৮১	৪০১৬.০৪	২.০০	০.৫	১৭.৩০	৪.৫৪
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১৯৮৫	১৬১০০	২৮.৯৩	২.৪৬	৩৯৬৭.৪২	১.৫০	-	২৩.০০	৯.৩৩
সাউথইস্ট ব্যাংক লি.	২০০০	৯১৭০	২৬.৭৭	৪.১৮	৩৮৩৭.২৪	১.৫০	-	১৪.৭০	৩.৫১
পূবালী ব্যাংক লি.	১৯৮৪	৮৮০৪	২৫.১৪	৩.৫৪	৩১১৫.৩২	১.০০	-	১৮.৪০	৫.২০
ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি	২০০১	২০০০	৮৩.৭৭	১৫.১০	৩০২০.২৮	৪.০০	-	৯৪.৮০	৬.২৮

সূত্র: www.dsebd.org; সিএসই বাজার পরিক্রমা

বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

		৩১ ডিসেম্বর ২০১৫	৩১ মার্চ ২০১৬	পরিবর্তন (%)
বাংলাদেশ				
	ডিএসইএক্স	৪৬২৯.৬৪	৪৩৫৭.৫৪	-৫.৮৮
	সিএসসিএক্স	৮৫৭২.১২	৮১৪০.৮৫	-৫.০৩
এশিয়া				
টোকিও	নিক্কি ২২৫	১৯০৩৩.৭১	১৬৭৫৮.৬৭	-১১.৯৫
হংকং	হ্যাং সেং	২১৯১৪.৪০	২০৭৭৬.৭০	-৫.১৯
বোম্বে	এস অ্যান্ড পি বিএসই সেনসেক্স	২৬১১৭.৫৪	২৫৩৪১.৮৬	-২.৯৭
সাংহাই	এসএসই কম্পোজিট ইনডেক্স	৩৫৩৯.১৮	৩০০৩.৯২	-১৫.১২
ফিলিপাইনস্	পিএসইআই	৬৯৫২.০৮	৭২৬২.৩০	৪.৪৬
থাইল্যান্ড	এসইটি	১২৮৮.০২	১৪০৭.৭০	৯.২৯
সিঙ্গাপুর	দ্য স্ট্রেইট টাইম ইনডেক্স (এসটিআই)	২৮৮২.৭৩	২৮৪০.৯০	-১.৪৫
শ্রীলংকা	কলম্বো স্টক এক্সচেঞ্জ অল শেয়ার ইনডেক্স	৬৮৯৪.৫০	৬০৭১.৮৮	-১১.৯৩
ইউরোপ				
লন্ডন	এফটিএসই ১০০	৬২৪২.৩২	৬১৭৪.৯০	-১.০৮
ডয়চে বোর্স	ডিএএক্স	১০৭৪৩.০১	৯৯৬৫.৫১	-৭.২৪
ইউরো নেক্সট প্যারিস	সিএসি-৪০	৪৬৩৭.০৬	৪৩৮৫.০৬	-৫.৪৩
আমেরিকা				
ইউএসএ	নাসডাক কম্পোজিট	৫০০৭.৪১	৪৮৬৯.৮৫	-২.৭৫
	ডিজেআইএ	১৭৪২৫.০৩	১৭৬৮৫.০৯	১.৪৯
	এস অ্যান্ড পি-৫০০	২০৪৩.৯৪	২০৫৯.৭৪	০.৭৭
ব্রাজিল	বোভেসপা	৪৩৩৪৯.৯৬	৫০০৫৫.২৭	১৫.৪৭

সূত্র: http://finance.yahoo.com/; http://www.set.or.th/en/market/market_statistics.html; http://www.pse.com.ph/stockMarket/marketInfo-marketActivity.html

ডিএসই মোবাইল অ্যাপ এর শুভ উদ্বোধন

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র এর ''Fame হল'' এ গত ১৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের নতুন অ্যাপ ডিএসই মোবাইল এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম খায়রুল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অ্যাপটি উদ্বোধন করেন। ডিএসই এর স্বতন্ত্র পরিচালক অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। এসময় বিএসইসি এর কমিশনারগণ সিএসই এর পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, ডিএসই এর স্টেকহোল্ডারগণ ও অন্যান্য কোম্পানির পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ড. খায়রুল হোসেন বলেন, ডিএসই মোবাইল এর উদ্বোধন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আমাদের আরও একধাপ এগিয়ে দিল। তিনি আরও বলেন- এই অ্যাপ এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের দুর্ভোগ লাঘব হবে । তাদের তথ্যের জন্য ব্রোকারেজ হাউসে উপস্থিত থাকতে হবে না। বিশ্বের যে কোন স্থানে বসে তারা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। এছাড়া এতে করে সার্বিকভাবে পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে।

পুঁজিবাজার আধুনিকায়নে ডিএসই ট্রেক হোল্ডারদের সাথে মত বিনিময় সভা

২৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে বিএসইসি ইনোভেটিভ টিম এবং সাব ইনোভেশন কমিটি, পুঁজিবাজারে নতুনত্ব আনয়নে দ্রুত ও স্বচ্ছ সেবা প্রদানে স্বীকৃতি প্রাপ্ত ডিএসই স্টেক হোল্ডারদের সাথে একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করে। মতবিনিময় সভায় বিএসইসি এর সহকারী পরিচালক ২০১৫-১৬ সালের বিএসইসি ইনোভেশন ধারনা বাস্তবায়নের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। ডিএসই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলেন এ সভার উদ্দেশ্য হল পুঁজিবাজার উন্নয়নে বিভিন্ন ধারনাকে অনুসন্ধান। যদি কারও নতুন ধারনা থাকে তবে তা ১৫ এপ্রিল ২০১৬ এর মধ্যে কমিশনকে জানানোর জন্য তিনি অনুরোধ করেন এবং এর বিনিময়ে লেটার অব অ্যাসোসিয়েশন প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ইনোভেশন প্রাকটিস অপরিহার্য।

মুদ্রাবাজার

২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ০৫ শতাংশ হবে বলে সম্প্রতি তথ্য প্রকাশ করেছে সরকার। কিন্তু বিশ্বব্যাংক প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৩ শতাংশ হবে বলে মত প্রকাশ করেছে। এদিকে মার্চ, ২০১৬ শেষে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি ছিল ৬ দশমিক ৬৫ শতাংশ এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শেষে ছিল ৫ দশমিক ৬২ শতাংশ, যা গত বছর মার্চ, ২০১৫ শেষে ছিল ৬ দশমিক ২৭ শতাংশ। মাসিক গড়ে মূল্যস্ফীতি (১২ মাস ধরে) মার্চ, ২০১৬ শেষে ছিল ৬ দশমিক ১০ শতাংশ, ফেব্রুয়ারিতে ছিল ৬ দশমিক ১৫ শতাংশ, যা গত মার্চ, ২০১৫ শেষে ছিল ৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মূল্যস্ফীতি ধারাবাহিকভাবে কমেছে। তাছাড়া তলবি ঋণের গড় ভারত্ব হার ডিসেম্বর, ২০১৫ শেষে ছিল ৪ দশমিক ৮৪ শতাংশ যা ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে এসে দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ৮১ শতাংশে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংকগুলো ঋণ ও আমানতের সুদের হারের স্প্রেড কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যে ঋণ ও আমানতের সুদের হারের স্প্রেড সবচেয়ে কম ছিল বেসিক ব্যাংক লিমিটেডে যা ছিল ০.৩৫ শতাংশ এবং সবচেয়ে বেশি স্প্রেড ছিল অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডে যা ৪.৮৪ শতাংশ। এদিকে ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে স্প্রেড সবচেয়ে কম ছিল মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডে ২ দশমিক ৮৭ শতাংশ এবং সবচেয়ে বেশি ছিল ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেডে। ডিসেম্বর, ২০১৫ শেষে রেমিট্যান্স এর পরিমাণ ছিল ১৩১২.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে এসে দাঁড়িয়েছে ১১৩৬.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ডিসেম্বর, ২০১৫ শেষে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৭১৩৮.৯০ মার্কিন ডলার যা মার্চ, ২০১৬ শেষে এসে দাঁড়িয়েছে ২৮২৬৫.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। বিগত কয়েক বছর ধরে মুদ্রানীতিতে সংযত ও সতর্ক ভাব বজায় রেখে ঋণ যোগান প্রবৃদ্ধির পর্যাপ্ততার দিকে নজর রাখার পাশাপাশি মাত্রাতিরিক্ত স্ফীতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ফলে ভোক্তা মূল্যস্ফীতির পরিমিতি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখায় টেকসই অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে। প্রবৃদ্ধির উচ্চতর ধারা অর্জনে বাংলাদেশ ব্যাংক সংযত মুদ্রানীতির মধ্যে থেকেই ছোট বড় সব ধরনের উৎপাদনমুখী উদ্যোগে অর্থায়ন পর্যাপ্ততার বিষয়ে জোরালো নীতি সমর্থন দিয়ে আসছে।

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, Monetary Policy Statement (Bangladesh Bank) July-December, 2015.

পাঠশালা

Introduction to Economics – Part 2

1. Gross Domestic Product: Gross domestic product (GDP) is a monetary measure of the value of all final goods and services produced in a particular place in a particular period of time. GDP is counted usually by two methods:
   a) Nominal GDP: Nominal GDP, typically referred to as just GDP, uses the quantities and prices in a given time period to track the total value produced in an economy in that time period.
   b) Real GDP: Real GDP tracks the total value produced using constant prices (or a base year for easy counting), isolating the effect of price changes.
2. Economic Growth: Economic growth is the increase in the inflation-adjusted market value of the goods and services produced by an economy over time. It is conventionally measured as the percent rate of increase in real gross domestic product, or real GDP.
3. Economic Development: Economic development usually refers to the adoption of new technologies, transition from agriculture-based to industry-based economy, and general improvement in living standards. Method of measuring economic development includes HDI (Human Development Index) and GDI (Gender Related Index) or GEM (Gender Empowerment Measure). The terms economic development and economic growth are used interchangeably but there is differences. Economic development is a government policy to improve the economy, social welfare and ensuring a stable political environment. Economic growth can be viewed as a sub category of economic development.
4. Inflation: Inflation, in a word, means a sustained increase in the price level. The main causes of inflation are:

a) Excess aggregate demand: If any economy is at or close tfull employment level then an increase in demand leads to an increase in the price level. Because in full employment situation, firms reaches at full production capacity. So when aggregate demand increases, the firms respond by putting up prices on their products, which leads to inflation.This type of inflation is known as demand pull inflation.

b) Cost push factors: If there is an increase in the costs of firms, then firms will pass these costs to the consumers, which will create inflation. This type of inflation is known as cost push inflation.

* Hyperinflation: Hyperinflation is the type of inflation which occurs when a country experiences very high and usually accelerating rates of inflation, rapidly eroding the real value of the local currency.

* Stagflation: Stagflation is the portmanteau of stagnation and inflation. It is a situation in which the inflation rate is high, the economic growth rate slows and unemployment remains steadily high.

5. Recession: Recession is a period of general economic decline. It is typically defined as a decline in GDP for two or more consecutive quarters. A recession is typically accompanied by a drop in the stock market, an increase in unemployment, and a decline in the housing market. There is no single obvious cause of a recession.

6. Depression: If a recession continues long enough (for two or more years) then it is classified as a depression. A depression is more severe than recession and may create decade long stagnant situation in the economy.

7. Investment: An investment is an asset or item that is purchased with the hope that it will generate income or appreciate in the future. In economic sense, an investment is the purchase of goods that are not consumed today but are used in the future to create wealth. In finance, an investment is a monetary asset purchased with the idea that the asset will provide income in the future or appreciate and be sold at a higher price. Although most people think of purchases of stocks and bonds as investments, economists use the term "investment" to mean additions to the real stock of capital.

8. Savings: According to economics, saving means consuming less out of a given amount of resources in the present in order to consume more in the future. Saving, therefore, is the decision to defer consumption and to store this deferred consumption in some form of asset.

9. Utility: Utility is an economic term referring to the total satisfaction received from consuming a good or service. In other sense, utility is a measure of preferences over some set of goods and services.

10. Balance of payment: The balance of payments of a country is the record of all economic transactions between the residents of the country and the rest of the world in a particular period (i.e. over a quarter of a year or more commonly over a year).

অভিব্যক্তি

পণ্য প্রসঙ্গে

নাসির উদ্দিন আহম্মদ, এফসিএমএ
মহাব্যবস্থাপক (অ্যাকাউন্টস্ এন্ড ফাইন্যান্স)
আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মার্কসীয় জ্ঞান পরিমন্ডলে পণ্য এক অপার রহস্যে আবির্ভূত। সম্পদের পণ্য হয়ে ওঠার কারণ সমূহের মধ্যে এ রহস্য লুকিয়ে আছে। মার্কস বলেছেন 'তাহলে আমরা যদি পণ্য সমূহের ব্যবহার মূল্যটা না ধরি তো তাদের একটিই সাধারণ বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকে তা হল এই যে সে-গুলি সবই শ্রম থেকে উৎপন্ন।' (সূত্র: পুঁজি, খন্ড-১, অংশ ১, পৃ-৬১)।

প্রথমত, ''পণ্য হল বাহ্যিক একটি জিনিস, যা তার গুণাবলীর দ্বারা মানুষের কোনো না কোনো চাহিদা পূরণ করে। সেই চাহিদার প্রকৃতি কি, যেমন তা উদরের চাহিদা না কল্পনার চাহিদা, তাতে কিছুই যায় আসে না"।

শ্রম আত্মসাৎ করে সম্পদ পণ্য হয়ে ওঠে। সম্পদ জৈব-অজৈব, জড়-অজড় যায় হোক না কেন, সম্পদের সাথে শ্রমের সম্পর্ক অবধারিত ভাবে নির্ধারিত। প্রকৃতি এই শৃঙ্খলে মানুষকে বেঁধে রেখেছে। প্রকৃতি বিকশিত হতে চেয়েছে মানবশ্রমের ভেতর দিয়ে। মানুষের দৈহিক বদ্ধতার কারণে পণ্যের আবির্ভাবের বিপরীতে তার অন্য কিছু হওয়ার বিকল্প নেই। আর তার অনিবার্য ফলাফল হলো পুঁজির দানবীয় অস্তিত্ব। পণ্য তার নিজ অস্তিত্বকে পুঁজিতে লীন করে দেয়। পণ্যের জন্যে বাজার..... পণ্যের প্রয়োজনে বাজারের জন্ম। পণ্য বাজার বাহনে সওয়ার হয়ে ভোক্তার চোখে এমন এক বিভ্রম ছড়িয়ে দেয় ভোক্তা তখন পণ্যের বাইরে অন্য কিছু দেখে না। ভোক্তার চোখে, তার চেতনায় একটি চেয়ার শুধুমাত্র চেয়ার, কাঠ অথবা তারও মূলে যে একটি গাছ আছে তা চেয়ার পণ্যের বিভ্রমে ঢাকা পড়ে যায়। পণ্য নিজ সত্তার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করে দাম, দামের সাথে জড়িয়ে আছে সুদ, খাজনা, মুনাফা। বস্তুত সব কিছু উদগত হয়েছে এই শ্রম থেকেই। পণ্য নিজের মূল্য প্রকাশের সাথে সাথে ঐ মূল্য বিনিময়ের জন্যে মুদ্রা বা অর্থ নামের আরেকটি পণ্যের অস্তিত্ব উপস্থিত করে। পণ্য অস্তিত্বের প্রতিরূপ যে পণ্য পুঁজিতে রূপ নেয় তা অর্থ ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থের ক্ষমতা অপরিসীম। পণ্য-অর্থ-পুঁজির ভৃত্য হয়ে বাজার বাহন আবর্জনা বিষ বহন করে নিয়ে যায় ভোক্তার দ্বারে। এ ধরনের অবস্থায় মানুষ তার প্রজাতি সত্তা হারিয়ে হয়ে ওঠে পুঁজির সেবক। বিশ্বব্যাপী পণ্য মনস্কতা, পণ্য ধ্যান, পণ্য পূজা

মানুষের দৈনন্দিন আচারে অনিবার্য হয়ে ওঠে। মানুষ তার প্রজাতি সত্তা হারানোর ফলে লৈঙ্গিক পার্থক্য তখন আর প্রাকৃতিক থাকে না বরং তা সংস্কৃতির উপাদান হয়ে কলুষিত বিষাক্ত সমাজের কোষ হয়ে ওঠে। এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন তৈরি করে শ্রমজীবী নিষ্পেষণের হাতিয়ার হিসেবে। সম্পদ যে শক্তিতে জৈব-অজৈব শ্রম কোষে কোষে জমিয়ে পণ্য হয়ে আবির্ভূত হয় তা কি প্রাকৃতিক কোনো ঘটনা? মানুষের শ্রম বিযুক্ত না হলে পুঁজির উদ্ভব হতো না। পুঁজিবাদী উৎপাদন অবস্থার প্রাক যুগে মানুষের আত্মিক শান্তি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন উপায়ে তছনছ হয়েছে কিন্তু পুঁজি গঠনে শ্রমের বিযুক্তি অক্ষুন্ন থেকেছে, যা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মায়া ছড়িয়ে দিতে পারে এবং তেমন হয়েছেও বটে, যেহেতু মানুষ তার শারীরিক প্রয়োজন পরিহার করতে পারে না,বাধ্য হয়ে কাজ করতেই হয়। অপর রহস্য হলো এখানে কতিপয় মানুষ পুঁজির মালিক বনে যায়। এ রহস্য আকর্ষণীয় মোড়কে পণ্যের ভেতর দিয়ে পরম সত্তার বিধান নিয়ে হাজির হয়। দেশ ভাবনা তখন পরম সত্তার অভিপ্রকাশে মানুষের চিন্তাচর্চায় মরমের উপস্থিতি অনিবার্য করে তোলে যা পুঁজির পরম সত্তা হয়ে ওঠার পক্ষে সকল শর্ত বিনির্মাণে নিয়োজিত। পণ্য অর্থ পুঁজি চক্রে পণ্যকে ঘিরে আবর্তিত বাজার-ঋণ-সুদ, এই চক্রের বাইরে মানুষের যাওয়ার কোন সুযোগ নেই, তাই আমাদের সকল নীতিকথা কথন ছাড়া আর কিছুই না। আমাদের দেখার জগৎটা বিভ্রমের, সমাজ কোষে এই বিভ্রম ছড়িয়ে আছে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল নিয়ে। শরীর থেকে শ্রম বিচ্ছিন্ন না হলে আজকের সমাজ বিকাশ আমাদের অভিজ্ঞতার সীমানায় পেতাম না। মানুষের জীবসত্তার কৌতূহল হলো তার থেকে উদগত যা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারই সামনে সক্রিয় উপস্থিত থাকে। এভাবে মানুষ প্রকৃতি থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ফলে মানুষ এই বিচ্ছিন্ন বোধ প্রকৃতি থেকে মেটাতে পারে না, যে কারণে এমন এক মনস্তত্ত্ব গড়ে ওঠে যা ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষণের উপায় নির্দেশ করে। এভাবে এক অসুখী সমাজ গড়ে ওঠে। মানুষের অপ্রয়োজনীয় ভোগ মেটাতে বাজার বয়ে আনে এমন সব পণ্য যা প্রশান্তির বদলে ব্যাপক অসুখী করে তোলে চিত্তকে। শরীর মন নীল জারক রসে জারিত হয়ে হিংস্রতা জাগিয়ে তোলে, তৈরি করে দেয় যুদ্ধের নৈতিক ভিত। বাজারের অস্তিত্ব ভোগ উসকে দেয়ার সকল পন্থা অবলম্বন করে। রকমারি পণ্য সমগ্র মানুষকে ঘিরে রাখে সারাক্ষণ, ঘুমের সময়টুকুও আর তার নিজের থাকে না, কেড়ে নেয় বিজ্ঞান প্রযুক্তি পণ্য। এ ধরণের দশাতে পুঁজির সুদে কিছু মুনাফাভোগী আয়েশে জীবন যাপন করতে পারে, কারণ মুষ্টিমেয়র হাতে পুঁজি ঘনীভূত হয় তখন তারা টাকার বিনিময়ে টাকা আয় করে। জুয়াড়ি অর্থনীতির উদ্ভব ঘটে, জুয়াড়ি অর্থনীতি পুঁজিই তৈরি করে। অর্থের দৌরাত্ম্য রোধ করা কারো পক্ষে সম্ভব হয় না, প্রণীত হয় এর পক্ষে আইন, রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সব ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। (সংক্ষেপিত)

আত্মবিশ্লেষণ

আয়শা সুলতানা
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
খুলনা শাখা, আইসিবি।

সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুজে,
স্রষ্টারে খোঁজ- আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে ;
ইচ্ছা অন্ধ ! আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ কায়া,
দেখিবে তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।

-কাজী নজরুল ইসলাম

কবিতার এই পংক্তিগুলোতে একটি হাদিসের বক্তব্য প্রস্ফুটিত। হাদিসে বলা হয়েছে , যদি স্রষ্টাকে চিনতে চাও তবে আগে নিজেকে চেনো। প্রকৃতপক্ষে নিজেকে চিনতে পারাটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। প্রতিটি মানুষের ভেতরেই রয়েছে মন নামের একটা অদৃশ্য, অধরা, নিরাকার একটা অস্তিত্ব। পিং পং বলের মতই এটার গতি প্রকৃতি। এই মন এত বেশি গতিশীল যে তাকে এক জায়গায় স্থির করাটা অনেক কঠিন কাজ। তারপরও যদি কোনভাবে স্থির করা যায় তখনই ঘটে বিপ্লব। সূচনা হয় আত্মউপলব্ধির। প্রথমবারের মত নিজের চেহারাটা দেখা হয়। অন্তরের ভেতরে যে 'আমি'র বাস তার সাথে হয় সংযোগ। নতুন জ্ঞান সঞ্চারিত হয় দেহ মন মস্তিস্কে। আর তা হল আত্মজ্ঞান। যতক্ষণ না এই আত্মউপলব্ধি ঘটছে ততক্ষণ একজন মানুষ নিজেকে বিশ্লেষণ করতে পারে না।

আত্মবিশ্লেষণ না করতে পারলে মন অস্থির থাকে। মন অস্থির থাকলে টেনশন, দুশ্চিন্তা, ক্ষোভ, ক্রোধ, অহমে শক্তির অপচয় ঘটে। আসক্তি তৈরি হয়। এই আসক্তি হতে পারে খ্যাতির, অর্থের, সম্পদের, পণ্যের এমনকি সন্তানের প্রতিও। আর যে কোন কিছুর প্রতি আসক্তিই দুঃখের প্রধান কারণ।

প্রশান্তির আবাস হচ্ছে স্থির চিত্ত। যখন অন্তরের দিকে তাকানো যাবে, একে বিশ্লেষণ করা যাবে, উপলব্ধি করে চিনতে পারা যাবে তখনই চিত্ত সমস্ত অস্থিরতা থেকে মুক্ত হবে। পবিত্র ঋকবেদে বলা হয়েছে, "মন চলে যায় আকাশে, পাতালে, পাহাড়ে, সাগরে। মনকে নিয়ে আস নিজেরই অন্তরে, যেন তা থাকে তোমারই নিয়ন্ত্রণে।"

যত মনের গভীরে প্রবেশ করা যাবে , ততই আত্মবিশ্লেষণ বাড়বে। আমরা সাধারণত নিজের চোখে নিজেকে না দেখে অন্যের চোখে দেখতে পছন্দ করি। তাইতো নিজের দেখাটা অস্পষ্ট হয়। নিজের চোখে দেখতে পারলেই তো দেখাটা স্বচ্ছ আর সুস্পষ্ট হয়। নিজের সাথে নিজেকে তুলনা না করে, অন্যের চোখে নিজেকে না দেখে আমি একটু নিজেকেই নিজে দেখার চেষ্টা করি না কেন? গতকালের থেকে আজ আমি কতটুকু এগুতে পারলাম, কতটুকু পিছিয়ে পড়লাম, কি কি কারণে আমার করণীয়গুলো আরো একটু ভালো হত- নিজের সাথে নিজের এই তুলনা করতে পারাটাই আত্মবিশ্লেষণের প্রথম পদক্ষেপ। আত্মনিমগ্ন হতে পারলেই আত্মবিশ্লেষণ সম্ভব। আর স্থিরচিত্ততা নিজেকে করে তোলে নিজের প্রতি আস্থাশীল ও আত্মপ্রত্যয়ী । কারণ আত্মবিশ্লেষণে আত্মার কথা শোনা যায়। নিজের ভুল নিজে ধরা যায়। ভুলের পুনরাবৃত্তি না করে ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়। ছোট্ট ভুলের ব্যাপারে নিজের থেকেই সচেতন হওয়া যায়।

হাদিসে রয়েছে, "ক্বালব বা মন বা হৃদয় ভালো থাকলে দেহ ভাল থাকে আর তা যখন খারাপ হয় সারা দেহ খারাপ হয়ে যায়"- বোখারী। মন বা হৃদয় তখনই ভাল থাকবে যখন নিজের পর্যালোচনা নিজেই করা যাবে।

মহামানবেরা আত্মনিমগ্ন হয়েছেন। তাঁরা স্রষ্টার আবাস তৈরি করতে পেরেছেন নিজেদের অন্তরে। আমরাও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে শুদ্ধ হই- স্রষ্টা আমাদের সকলকে সেই শক্তি দিন।

Sovereign Wealth Funds

Md. Nasim Ahmed,
Senior Principal Officer
Central Accounts Department, ICB

Sovereign wealth funds (SWFs), broadly defined as public investment agencies which manage part of the (foreign) assets of national states, have attracted a lot of attention in recent years as more countries open funds and invest in big-name companies and assets. Some experts estimate that all sovereign wealth funds combined to hold more than $ 7 trillion in assets in 2015, a number that is expected to grow relatively quick. This has given way to a wide concern over the influence these funds have on the global economy. As such, it is important to understand exactly what sovereign wealth funds are and how they first came about.

What Is a Sovereign Wealth Fund?

A sovereign wealth fund is a state-owned pool of money that is invested in various financial assets. The money typically comes from a nation's budgetary surplus. When a nation has excess money, it uses a sovereign wealth fund as a way to funnel it into investments rather than simply keeping it in the central bank or channeling it back into the economy.

Objective of Sovereign Wealth Fund

The motives for establishing a sovereign wealth fund vary by country. For example, the United Arab Emirates generates a large portion of its revenue from exporting oil and needs a way to protect the surplus reserves from oil-based risk, thus it places a portion of that money in a sovereign wealth fund. Many nations use sovereign wealth funds as a way to accrue profit for the benefit of the nation's economy and its citizens. The primary functions of a sovereign wealth fund are to stabilize the country's economy through diversification and to generate wealth for future generations.

Historical Background

The first funds originated in the 1950s. Sovereign wealth funds came about as a solution for a country with a budgetary surplus. The first sovereign wealth fund was the Kuwait Investment Authority, established in 1953 to invest excess oil revenues. Only two years later, Kiribati created a fund to hold its revenue reserves. Little new activity occurred until three major funds were created:

- Abu Dhabi's Investment Authority (1976)
- Singapore's Government Investment Corporation (1981)
- Norway's Government Pension Fund (1990)

Over the last few decades, the size and number of sovereign wealth funds have increased dramatically. In 2015, there are more than 50 sovereign wealth funds, and according to the SWF Institute, has exceeding worth of $7 trillion.

Types of Sovereign Wealth Funds

Sovereign wealth funds can fall into two categories, commodity or non-commodity. The difference between the two categories is how the fund is financed.

Commodity sovereign wealth funds are financed by exporting commodities. When the price of a commodity rises, nations that export that commodity will see greater surpluses. Conversely, when an export-driven economy experiences a fall in the price of that commodity, a deficit is created that could hurt the economy. A sovereign wealth fund acts as a stabilizer to diversify the country's money by investing in other areas. Commodity sovereign wealth funds have seen huge growth as oil and gas prices increased between 2000 and 2015. In 2015, commodity financed funds totaled more than $4.04 trillion.

Non-commodity funds are typically financed by an excess of foreign currency reserves from current account surpluses. Non-commodity funds totaled $3.05 trillion in 2015, which is three times the total three years earlier. Currently, the majority of funds are financed by commodities, but non-commodity funds may reach beyond 50% of the total by 2015.

Investment Strategies

Sovereign wealth funds are traditionally passive, long-term investment. Few sovereign wealth funds reveal their full portfolios, but sovereign wealth funds invest in a wide range of asset classes including:

- Government bonds
- Equities
- Foreign direct investment

However, a growing number of funds are turning to alternative investments, such as hedge funds or

private equity, which are not accessible to most retail investors. The International Monetary Fund reports that sovereign wealth funds have a higher degree of risk than traditional investment portfolios, holding large stakes in the often-volatile emerging markets.

Sovereign wealth funds uses a variety of investment strategies:

- Some funds invest exclusively in publicly listed financial assets.
- Others invest in all of the major asset classes.

Funds also differ in the level of control they assume when investing in companies:

- There are sovereign wealth funds that place a limit on the number of shares bought in a company and will enforce restrictions either to diversify their portfolios or to adhere to their own ethical standards.
- Other sovereign wealth funds take on a more active approach by buying larger stakes in companies.

To be continued.....

বি. দ্র. অভিব্যক্তি বিভাগের লেখাসমূহ সম্পূর্ণ লেখকের নিজস্ব মতামত।

ইয়াংস্টারস্

Mashiat Mubasshira
Class-Eleven
Viqarunnisa Noon College
Dhaka

.....Contentment

And, on some clear mornings, I grab a cup of tea and rush to my roof.
For a few minutes, as the clouds envelope the sunbeam,
and the world turns serene,
I think of how blessed my life has been.
I think of those sweet, morning chitchats with my parents,
a glimpse of those watery eyes,
that said - I made them proud.
I wonder where between speaking my heart out
and fighting over the silliest matters, with my sister,
made her heart so close to mine.
I think of the days, our minds thanked him silently.
For, he bestword his favours bountifully.
Also, those leisurely strolls I had with my friends
Laughing and dancing, along the streets.
Sharing, sometimes literally shoving over the little on our plates
Getting together on every small occasions
and loving one another at our worst, we secured the relation.
This morning, that placid freeze has whispered in my ear-
that it has not been easy so far.
Pondering over how tough its been and how I've made it,
a gentle smile now, enlightens my face.
Eyes glittering with contentment; perhaps the sun has managed to gaze.

Writer is the Daughter of Ms. Mahmuda Akther,
Assistant General Manager of ICB

বি. দ্র. ইয়াংস্টারস্ বিভাগের লেখাসমূহ সম্পূর্ণ লেখকের নিজস্ব মতামত।

আইসিবি পরিক্রমা
সংখ্যা ০৯ | চৈত্র ১৪২২ | মার্চ ২০১৬

- আইসিবিতে ইউনিট ফান্ড ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট লিয়েন রেখে অগ্রিম প্রদান করা হয়।
- আইসিবি ডিবেঞ্চারে অর্থায়ন করে।
- ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রিম প্রদান করা হয়।
- লিজিং-এ আইসিবি দিচ্ছে সর্বোত্তম সেবার প্রতিশ্রুতি।
- বাংলাদেশ ফান্ডে বিনিয়োগ করুন।

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি,
আসুন এই ব্যাধি নির্মূলে আমরা সকলে মিলে কাজ করি।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

আইসিবি তার কর্পোরেট সুশাসন পরিপালনে এবং জনস্বার্থ সুরক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে শেয়ারমালিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার সর্বোপরি জনসাধারণের আইসিবির সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ, অনুসন্ধান ও পরামর্শ থাকলে তা GRS ফোকাল পয়েন্টকে জানাতে পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
(GRS ফোকাল পয়েন্ট)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ডিসিপ্লিন, গ্রিভেন্স এন্ড আপিল ডিপার্টমেন্ট
বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪),
৮, রাজউক অ্যাভেনিউ, ঢাকা-১০০০।
Email: agm_discipline@icb.gov.bd
Phone No: 9585092

সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজার গঠনে আইসিবি এগিয়ে...